অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وبعد،

আমরা সকলেই চাই নিজ সন্তান-সন্ততিকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে। তাদের দেখলে যেন অন্তর জুড়ায়, চক্ষু শীতল হয়। এজন্য আমরা টাকা-পয়সা খরচ করতে মোটেই কার্পণ্য করি না। পরিবার গঠন–সন্তান লালন-পালন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমরা এ বিষয়ে অনেকেই যথাযথ পদ্ধতি বা সঠিক পন্থা প্রয়োগে ব্যর্থ হই, যার খেসারত সারা জীবন ধরে দিতে হয়।

আদর্শ পরিবার গঠনে প্রয়োজন অধ্যবসায়। এ সম্পর্কে তেমন কোন সঠিক ও যুক্তিযুক্ত গাইড লাইন সম্বলিত বই-পুস্তক বাংলা ভাষায় নেই বললেই চলে। বিষয়টির উপর সৌদি আরবের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, সমাজ-বিজ্ঞানী জনাব আবু হামজা আবদুল লতীফ আল-গামেদী নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ ১০০টি টেকনিক সম্বলিত এক গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন مائة فكرة لتربية الأسرة নামে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে বইটির অনুবাদের কাজে হাত দেই। মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে "আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস" শিরোনামে বইটি পাঠক-পাঠিকা তথা অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে পারায় আল্লাহর লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমাদের সোনামনিদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে এ গাইড লাইন কোন ভূমিকা রাখলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

বইটির অনুবাদ ও প্রকাশের ব্যাপারে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আল্লাহ পাক আমাদের একাজকে কবুল করুন। আমীন॥

বিনীত

অনুবাদক

সূচিপত্র

- ভূমিকা ৭
- প্রতিপালনে স্বীকৃত বিষয় ১১
- প্রথমত: তাদেরকে শিক্ষা দিন ২৪
- দ্বিতীয়ত: তাদেরকে কাজে লাগান ৩২
- তৃতীয়ত: দাওয়াতী কাজে তাদেরকে অংশ গ্রহণ করান ৪৬
- চতুর্থত: তাদের মনমানসিকতাকে পরিচ্ছন্ন ও চরিত্রকে সুন্দর করে গড়ে তুলুন ৫১
- উপসংহার ৬১

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি পথ প্রদর্শক। তাঁর উপরেই আমার সব আশা ভরসা। তিনি আমাকে সব বিপদাপদে আশ্রয় দিন।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক উত্তম আদর্শ নবী ও রাসূল (সা.) এর প্রতি। যিনি অনুকরণীয়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনিই হেদায়েতের পথ খুলে দিয়েছেন। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি হেদায়েতের পথ দেখিয়েছেন এবং এ পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, এর দিকে আহ্বান করেছেন। এই পথের জন্য উপায় উপকরণ খুজতে আদেশ করেছেন। পরিবার একজন মুসলমানের নিকট আমানত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী ঃ

« يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّايَعْصُوْنَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ »-

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। এর পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে কঠিন শক্ত ফেরেশতারা। যারা

প্রতিপালনে স্বীকৃত বিষয়

১. পরিবারকে প্রশিক্ষিত করার কাজ ইবাদত মনে করে সাওয়াবের আশায় আন্তরিকতার সাথে করতে হবে। এ জন্য আল্লাহর বান্দা ও বান্দী দু'জনই সাওয়াব পাবেন।

তবে এ বিষয়ে অবশ্যই নিয়ত সঠিক করতে হবে এবং নিয়ত একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্য করতে হবে। মানুষ যেন এ জন্য একাজে পরিশ্রম না করে যে, তাকে বলা হবে, এ ব্যাপারে সে খুবই তৎপর কিংবা তার দিকে আঙ্গুল উঠিয়ে ইঙ্গিত করা হবে যে, সে তার পরিবার পরিজনের সঠিক পথের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বা বলা হবে সে একজন বিচক্ষণ প্রশিক্ষক ও সফল প্রতিপালক।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

«وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ»-

"তাদেরকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। দীন একমাত্র তাঁর জন্যই।" (সূরা বাইয়্যিনা ঃ ৫)

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ

"اِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"- (صحيح البخارى ١/٣)

"নিশ্চয় সকল কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"(বুখারী ১/৩)

তরবিয়ত বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই রাসূল (সা.) এর অনুসরণ করতে হবে। কেননা উত্তম হেদায়েত হল রাসূলের হেদায়েত এবং পরিপূর্ণ

পথ হল তাঁর পথ এবং সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা হল তাঁর সুন্নতী পন্থা। সুতরাং পরিবার প্রতিপালনে রাসূলের অনুসরণ করা অতীব জরুরী বিষয়। এর কোন বিকল্প এবং কোন দ্বিতীয় পথ নেই। এর ফল অবশ্যই এবং খুবই দ্রুত পাওয়া যাবে। এর সাথে বর্তমান প্রশিক্ষণের পদ্ধতি গ্রহণে কোন দোষ নেই যা রাসূলের প্রদর্শিত পন্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

"عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَحْدَثَ فِىْ أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, "যারা আমাদের এই দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর মাঝে শামিল নয় তা প্রত্যাখাত ও বর্জনীয়।" (বুখারী ৩/২২৯; মুসলিম ৩/১০৮২)

পরিবার গঠনে রাসূল (সা.) এর পদ্ধতির অনুসরণ এবং গবেষণা করে বাস্তবায়নই যথেষ্ট হবে, অন্যের দিকে হাত বাড়াবার প্রয়োজন পড়বে না। সুতরাং সাগরের পানে চলুন, ছোট-খাট খাল-নালা পরিত্যাগ করুন। সকালের মুক্ত আলোতে প্রশ্বাস ফেলা, রাতের চেরাগের সামনে ঘন্টা খানেক বসার চেয়েও শ্রেয়।

২. এই প্রশিক্ষণের জন্য যা ব্যয় করবে তার জন্য আল্লাহর নিকট নেকী পাবার আশা রাখতে হবে। এটি কষ্টকর কাজ, এতে কোন আরাম নেই। এ পথ অনেক লম্বা, যার কোন শেষ নেই এবং এ কাজ ব্যয়বহুল, এতে কার্পণ্য করা যাবে না। প্রত্যাশা পূরণে চাই আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টা। পরিবার গঠনের উদ্যোগ একটি মহৎ কাজ। এ জন্যই ভালবাসা ভরা মন নিয়ে ব্যয়কারী ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকট পছন্দনীয়।

হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেনঃ